Bangladesh Economic Association

Bi- Annual Conference

Sub- theme 27. Women Empowerment, Demographics and Development

উন্নয়ন বৈষম্য ও বাজেটে রংপুর বিভাগে নারীর জন্য অধিক বরাদ্দ

ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

morshed122009@yahoo. Com

Mob. 01720261141

E- mail: morshed122009@yahoo.com

উন্নয়ন বৈষম্য ও বাজেটে রংপুর বিভাগে নারীর জন্য অধিক বরাদ্দ

ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

morshed122009@yahoo. Com

Mob. 01720261141

উন্নয়ন বৈষম্য ও বাজেটে রংপুর বিভাগে নারীর জন্য অধিক বরাদ্দ

ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

ভুমিকা

জাতীয় বাজেট একটি দেশের বাৎসরিক আয়- ব্যয় বরাদ্দই শুধু প্রকাশ করে না, একই সংগে রাষ্ট্রের নীতি ও কৌশল বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বাজেট হলো, জনগনের কল্যাণ চিন্তার একটি উপস্থাপনা। এই কারণে আশা করা যায় যে, বাজেট হবে অর্ন্তভুক্তিমূলক (inclusive)। নারী- পুরুষ, গ্রাম- শহর, দরিদ্র- ধনী, সব জাতি ধর্মমত. প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠী সকলের প্রয়োজনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সরকার নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী অর্থনীতির অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতগুলোকে নির্বাচন করবে এমনটাই আশাকরা যায়।

জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য কতটুকু বরাদ্দ- এ বিষয়ে যাওয়ার আগে নারীর জন্য কেন আলাদা বরাদ্দ দরকার এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আর রংপুর বিভাগের নারীদের কেন আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ দরকার সেটিই মূলত এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

নারীর জন্য কেন আলাদা বরাদ্দ, উন্নয়ন বৈষম্য ও রংপুর বিভাগে নারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা

আমরা জানি, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংবিধানিক অধিকারের আলোকে মৌলিক অধিকার ও সুযোগ আদায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন বৈষম্য বা তারতম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চিত্র একেবারে ভিন্ন। সমাজের গভীরে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিকতার ফলে জেন্ডার বৈষম্য নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সকল কর্মকান্ডে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এখনও নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সম্পদ বা ভূমি মালিকানা বাংলাদেশে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। অথচ খুব অল্প নারীর সম্পদের উপর মালিকানা সত্ত্ব রয়েছে। কর্মসংস্থান ও সম্পদের অভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অর্জনে বিরাট এক অন্তরায় স্বরূপ।[১]

বাংলাদেশের নারীরা মূলতঃ নানা বঞ্চনার শিকার। এ বঞ্চনা দারিদ্র-উদ্ভূত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা উদ্ভুত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা-বিচ্ছিন্নতা- একাকিত্ব- উদ্ভূত বঞ্চনা, শারীরিক দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা। তাই এদেশের নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রথমেই নারীদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি অবস্থান জানা প্রয়োজন। একারণেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে শ্রেণিগত অবস্থান বিশ্লেষণ করতে হবে। এ প্রসংগে ড. আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৩%)। এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন মাপকাঠিতে দরিদ্র। আর এ মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লাখ নারী দ্বি-মাত্রিক দারিদ্র– (**হতে পারে বহুমাত্রিক**)– একবার নারী হিসাবে আর একবার দরিদ্র বিত্তহীন নারী হিসাবে। তিনি দেখিয়েছেন এদেশের মধ্যবিত্ত নারীদের সংখ্যা ৭২ লাখ আর উচ্চবিত্ত ও ধনী নারী ৫৬ লাখ (৭.৭%)। তাঁর মতে এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যতরূপ থাকতে পারে তা দূর করতে হলে অবশ্যই ৬ কোটি ২০ লাখ (৮৫%) দরিদ্র বিত্তহীন নারীর কথা সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন। ৫৬ লাখ (৭.৭%) ধনী ও উচ্চবিত্ত নারীর উচ্চপদ, প্রশাসনিক পদ, উচ্চশিক্ষা নয়।[২]

ড. আবুল বারকাতের উপরোক্ত **নারী দারিদ্রের বহুমাত্রিকতার** একটি মাত্রা হিসাবে "উন্নয়ন বৈষম্য" পর্যালোচনার দাবী রাখে যা রংপুর বিভাগের নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

রংপুর বিভাগ যা আটটি জেলা নিয়ে গঠিত, দীর্ঘদিন হতে উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। উন্নয়ন বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্য যাকে বিশ্বব্যাংক "East-West Economic Divide" বলে ব্যাখ্যা করেছে।[৩]

বাংলাদেশের সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১১-১০১৫) Managing Regional Disparities for Shared Growth and Sustained Poverty Reduction অধ্যায়ে এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা স্বীকার করে বলা হয়েছে "The Government is very much concerned about regional disparities and is committed to take all necessary steps to reduce disparities. The Sixth Five Year Plan provides a strong platform to develop a strategy for lowering regional disparities over the longer term and to provide a policy framework for initiating proper actions. As a reflection of its concerns and strong commitment, the government has decided to put special focus on the subject in the Sixth Plan." [৪]

আবার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর সমতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এটা স্বীকৃত যে, নারীরা অসমজাতীয় নানা শ্রেণিতে বিভক্ত যেমন তাদের অবস্থা, বঞ্চনা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্প্রদায়, ধর্ম এবং স্থান ভেদে ভিন্ন হয় ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের অঞ্চলগত - ভৌগোলিক দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গত দুই দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসে উন্নতি করেছে । কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র হ্রাসে যে উন্নতি তা আঞ্চলিক পর্যায়ে সমভাবে হয়নি । বলা হয়েছে দারিদ হ্রাসে ভাল করেছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ - খারাপ করেছে রংপুর, বরিশাল, খুলনা বিভাগ (ছক- ১) ।

ছক- ১: বিভাগভিত্তিক দারিদ্র চিত্র

(উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুসারে)

	দারিদ্র হার (মাথাগননা সূচক)		দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) ২০১০	দারিদ্র ব্যবধান বর্গ (Squared Poverty Gap) ২০১০
	২০১০	২০০৫		
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	৬.৫	২.০
বরিশাল	৩৯.৪	৫২.০	৯.৮	৩.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩৪.০	৫.১	১.৫
ঢাকা	৩০.৫	৩২.০	৬.২	১.৮
খুলনা	৩২.১	৪৫.৭	৬.৪	২.০
রাজশাহী	৩৫.৭	৫১.২	৬.২	১.৯
রংপুর	৪৬.২	-	১১.০	৩.৫
সিলেট	২৮.১	৩৩.৮	৪.৭	১.৩

উৎস: Reports of the Household Income & Expenditure Survey-2010

ছক- ১ হতে দৃশ্যমান, জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র হার যেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুসারে ৩১.৫ শতাংশ, সেখানে উত্তরবঙ্গের রংপুর বিভাগে দারিদ্র হার ৪৬.২ শতাংশ । দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) দেশের অন্যান্য বিভাগ এর চেয়ে রংপুর বিভাগে বেশী । জাতীয় দারিদ ব্যবধান যেখানে ৬.৫ সেখানে রংপুর বিভাগে দারিদ্র ব্যবধান হার ১১.০ অর্থাৎ

দারিদ্ররেখা হতে দরিদ্রা অনেক বেশী নীচে অবস্থান করে। আবার দারিদ্র ব্যবধান বর্গ (Squared Poverty Gap) সকল বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেশী ৩.৫ অর্থাৎ দারিদ্রের তীব্রতা রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশী।[৫]

আবার জনগণের আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জনগণের মাসিক গড় আয় যথাক্রমে ১৩২২৬ টাকা, ১৪০৯২ টাকা ও ১১৬২৯ টাকা এবং মাসিক গড় ব্যয় যথাক্রমে ১১৬৪৩ টাকা, ১৪৩৬০ টাকা ও ১২০০৩ টাকা সেখানে রংপুর বিভাগের জনগণের গড় মাসিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৮৩৫৯ টাকা ও ৮২৯৮ টাকা। রংপুর বিভাগের জনগণের মাসিক গড় আয় ও ব্যয় অন্যান্য বিভাগ এর তুলনায় অনেক কম।

উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে নারীরা নারী হিসাবে আরো বেশী দারিদ্রের শিকার। বিশেষকরে মঙ্গাপীড়িত চরাঞ্চলের হতদরিদ্র নারীদের জীবনকথা যেন বঞ্চনা আর দীর্ঘশ্বাসের শোকগাথা। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা ও ধরলা তীরে যে জনপদ, চরপ্রধান গ্রাম, যেখানে ৬৮ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন, কর্ম- খাদ্য সংকট প্রকট সেখানেই। আজ হয়তো মঙ্গা নেই কিংবা কমে গেছে । কিন্তু চরাঞ্চলের জনগণের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়নি।[৭]

রংপুর বিভাগে কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে (বয়স ১৫ বৎসর ও তার বেশী) ৮৮.৪৬ শতাংশ পুরুষ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু নারীদের মধ্যে মাত্র ৩৬.৩৩ শতাংশ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করে।[৮]

দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা (Social Safety Net) বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গে হতদরিদ্র ও দরিদ্র নারীদের একটা বড় অংশ এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। দারিদ্রের হার রংপুর বিভাগে বেশী হলেও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খুলনা ও বরিশাল- এর পরিবারের শতকরা হার বেশী। রংপুর বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পরিবারের সংখ্যা ৩৩.৬৫%, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে এ হার যথাক্রমে ৩৭.৩০% ও ৩৪.৪৩% ।[৯] ২০১২- ১৩ অর্থবছরে "উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান " প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৫.৩১ কোটি টাকা। ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

অর্থমন্ত্রণালয়ের এক তথ্যে জানা গেছে জেলা ভিত্তিক সরকারী উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে অসমতা রয়ে গেছে। ২০০৯- ২০১০ সালের অর্থমন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় যেখানে যথাক্রমে ১.৩৭৭, ১.৪২১ ও ১.৩২৫ হাজার টাকা সেখানে রংপুর জেলায় এ ব্যয় মাত্র ০.৮৬৫ হাজার টাকা। আবার ২০০৯- ২০১০ সালে মাথাপিছু অনুন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দ ঢাকা ও সিলেট জেলায় যেখানে যথাক্রমে ১২.৩৭০ ও ৫.০৪৯ হাজার টাকা সেখানে রংপুর জেলায় এ ব্যয় মাত্র ৩.৯৯১ হাজার টাকা।[১০]

১৯৯৫- ৯৬ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত সড়ক পরিবহনে মাথাপিছু এডিপিরোড (adproad) ছিল জামালপুর জেলায় ৩০২০.৫০ টাকা, সেখানে রংপুর জেলায় এর পরিমান ছিল মাত্র ৪৯২.৬৭ টাকা। [১১]

দীর্ঘদিন হতে চলে আসা উন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দে এ বৈষম্য এ অঞ্চলের জনগণকে পিছিয়ে রেখেছে। রাস্তা- ঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো না হওয়ায় দরিদ্র মানুষ দরিদ্র রয়ে গেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলা হলেও বিগত কয়েকবছরের বাজেটে কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য। ৭ বছর এবং তার বেশী বয়সের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার হার যেখানে ৫৭.৯১, ঢাকা বিভাগে ৫৭.৭৩, চট্টগ্রামে ৬০.৫৪, খুলনায় ৫৯.২৮, সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার ৫৪.৬৮ ও রাজশাহীতে ৫৭.৩৭। রংপুর বিভাগে এ শিক্ষার হারে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। রংপুর বিভাগে পুরুষ শিক্ষার হার ৫৯.৮৮ ও নারী শিক্ষার হার ৪৯.৩৬। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ রংপুর বিভাগের পুরুষ ও নারীরা শিক্ষার হারে পিছিয়ে আছে অন্যান্য বিভাগের তুলনায়, আবার এ অঞ্চলের নারীরা পুরুষদের তুলনায় আরো পিছিয়ে।[১২]

রংপুর বিভাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কম। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, খাদ্য না থাকায় অনেক কন্যা শিশুর স্কুলে যাওয়া হয়ে উঠে না। আবার স্কুল শুরু করলেও ড্রপ আউট হয়ে যেতে হয় কন্যাশিশুটিকে দারিদ্র ও সামাজিক প্রতিকুলতার কারণে।

রংপুর বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র কম। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যাতায়াতভাতা ও অন্যান্য খরচ জোগাড় করতে না পেরে চিকিৎসা নেয় গ্রামের কবিরাজ, হাতুরে ডাক্তারদের কিংবা সন্তান প্রসব করে প্রশিক্ষণবিহীন দাইয়ের হাতে। যদিওবা ইউনিয়ন বা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়, সেখানে থাকে না ডাক্তার, নেই ঔষধ কিংবা অপারেশনের যন্ত্রপাতি। আর জেলা শহরে যাওয়ার মতো অ্যাম্বুলেন্সভাড়া ও অন্যান্য খরচ জোগাতে জমি কিংবা হালের গরু কিংবা ভিটে- মাটি বিক্রয় করে দরিদ্র পরিণত হয় হতদরিদ্রে।

রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তো। এ অঞ্চলে গ্যাস না আসা, শিল্পায়নে পিছিয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। Digital Divide এর শিকার রংপুর বিভাগ। ঢাকা বিভাগে বিদ্যুৎ, মোবাইল সুবিধা, টেলিফোন সুবিধা, কম্পিউটার সুবিধা ও ই- মেইল সুবিধা পায় যেখানে যথাক্রমে ৬৭.৩৪, ৭১.৭১, ২.৩৮, ৪.৭০ ও ২.৩৫ শতাংশ জনগণ সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার যথাক্রমে ৩০.০৭, ৪১.৫৯, ১.২৫, ০.৭০ ও ০.৪৩। এসব ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম।[১৩]

এন বি আই, আর ডি আর এস ২০১২ এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে একজন পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতিদিন ২৫০- ৩০০ টাকা, নারী শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতিদিন ২০০- ২৫০ টাকা কিন্তু রংপুর বিভাগে এ হার পুরুষ শ্রমিকের ২১১.২০ টাকা কিন্তু নারী শ্রমিকের মজুরীর হার ১৫০.০০ টাকা। উত্তরবঙ্গের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে শিকার হচ্ছে মজুরী বৈষম্যের।

সম্প্রতি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এর "বাংলাদেশের নারীর অনুদঘাটিত অবস্থান অনুসন্ধান: প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা" শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে যে দেশে নারীদের গৃহস্থালী কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না। বাংলদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালীর কাজ করেন যার জন্য তারা কোন মজুরী পান না। তারা সব মিলিয়ে প্রতিবছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। এতে এ কাজের অর্থমূল্য হয় ৬ হাজার ৯৮১ কোটি থেকে ৯ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ যদি বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা হতো তাহলে এর আকার দ্বিগুনের বেশি হতো।[১৪] এপ্রসংগে ড. আবুল বারকাত তার গবেষণায় নারীদের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডের, খানার শিশু ও প্রবীণদের যত্ন-আত্মির নাম দিয়েছেন "ভালোবাসার অর্থনীতি", কারণ নারীরা এসব করেন ভালোবেসে। তিনি ভালোবাসার অর্থনীতির বার্ষিক অর্থমূল্য নির্ধারণ করেন ২৪৯৬১৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের নারীর অংশ ৭৯ ভাগ আর শহরাঞ্চলের নারীর অংশ ২১ ভাগ। তিনি দেখিয়েছেন ভালোবাসার অর্থনীতি জিডিপিতে যোগ করলে জিডিপিতে নারীর অবদান ২০ ভাগ থেকে দাড়াবে ৪৮ ভাগে।[১৫]

একজন নারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু এর কোন মূল্যায়ন হয় না। বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এক গবেষণায় একজন গ্রামীণ নারী প্রতিদিন যে গার্হস্থ্যকর্ম সম্পাদন করেন যার কোন বাজার মূল্য নাই তার একটি ছক নিম্নরূপ:

সময়	কাজকর্ম
ভোরবেলা	শয্যা ত্যাগ,হাত- মুখ ধোয়া, ধর্মীয় উপাসনা, হাস মুরগী ছাড়া ও খাবার দেয়া, গরু- ছাগল বের করে গোয়াল ও উঠোন ঝাড় দেয়া, গরুকে কাবার দেয়া, বাসী বাসন- কোসন মাজা, নাস্তা তৈরি, পরিবারের সদস্যদের নাস্তা খাওয়ানো, ছোট সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো, পানি আনা, ঘর-দোর পরিস্কার করা, গরু- ছাগলকে মাঠে ঘাস খেতে দেয়া, দুধ দোয়ানো, লাকড়ি সংগ্রহ করা।
সকাল	ধানসেদ্ধ ও শুকানো, ধানভানা, মশলাপেষা, চালঝাড়া ইত্যাদি
দুপুর	খাদ্য সংগ্রহ ও রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ছেলে- মেয়েদের গোসল করানো ও নিজে করা, স্বামী ও

	ছেলে- মেয়েদের খাওয়ানো ও নিজে খাওয়া, থালা- বাসন ও হাড়ি- পাতিল মাজা ।
বিকাল/ সন্ধ্যা	প্রতিবেশীদের সংগে গল্প করা ও কাথা সেলাই করা, জাল বোনা, গরু- ছাগল আনা ও গোয়ালে ঢোকানো, হাস- মুরগী ঘরে আনা, রাতের খাবার তৈরি ও খাওয়ানো ।
রাত	বিছানা করা, সন্তানদের শোয়ানো, ঘর-দোর বন্ধ করা শুতে যাওয়া, সারা রাতের বিভিন্ন সময়ে শিশুর পরিচর্যা করা ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো, স্বামীর পরিচর্যা করা, বৃদ্ধের পরিচর্যা করা ইত্যাদি

উৎস: বাংলদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (১৯৮৪) [১৬]

উত্তরবঙ্গের নারীরা জন্ম থেকে সময়, শ্রম ও আয় ব্যয় করেন পরিবারের পিছনে, কিন্তু এর কোন স্বীকৃতি নেই ।

"Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010 অনুসারে দেখা যায়, রংপুর বিভাগে প্রবাসীর সংখ্যা, রেমিটেন্স প্রেরণের পরিমান অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম । মোট রেমিটেন্সের পরিমানের শতকরা হার যখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৩৪.৯৭, ৪২.৩৭ ও ৬.৯৫ সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার মাত্র ০.৬৯ শতাংশ । রংপুর বিভাগের নারী প্রবাসীর সংখ্যা কম ।[১৭]

উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার রংপুর বিভাগের জনগণ এমনিতেই পিছিয়ে আছে । এ বিভাগের ৭৯, ০৫৯৩৪ জন নারী এদেশে সবচেয়ে বেশি ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে । তাদের সম্পর্কে ভাবার সময় এখনই ।

নারী সমাজের বরাদ্দ ও জেন্ডার বাজেট

নারী সমাজের বরাদ্দের আলোচনায় জেন্ডার বাজেট ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ । সহজভাষায় জেন্ডার বাজেট হচ্ছে এক ধরণের বাজেট প্রক্রিয়া যার আর্থিক বরাদ্দ, করারোপ ও রাজস্বনীতির মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায় । আরও একটু সুক্ষ্মভাবে বলতে গেলে জেন্ডার বাজেটিং এর মাধ্যমে বাজেটের সকলখাতে নারী- পুরুষের সমতার বিষয়টি অর্ন্তভুক্তিকরণ, রাজস্ব আয়- ব্যয়ের পুর্নবিন্যাসে জেন্ডারসমতা রক্ষাকরণ, বাজেটের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন- এই ব্যাপারগুলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে ।

প্রতিমা পাল মজুমদারের মতে," জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সেটিই যা জাতীয় বাজেটের রাজস্ব ও উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় নীতি অনুসরণ করবে, নারী- পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নারীর পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে বিনিয়োগ করবে, নারী- পুরুষের স্ব স্ব সৃজনশীলতাকে যথাযথ কাজে লাগানোর জন্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিবে, পিছিয়ে থাকা নারীর প্রতি Positive Discrimination এর ভিত্তিতে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করবে এবং নারী পুরুষের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প পরিকল্পনা করবে ।"[১৮]

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট কেবল নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নয়, দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সুষম ও জেন্ডার নিরপেক্ষ উন্নয়ন পদ্ধতির উপর যা নারী- পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে । বাংলাদেশে নারী আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিনের দাবীর মুখে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে "জেন্ডার বাজেটিং" শিরোনামে মাত্র ৭ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ অর্ন্তভুক্ত হয় । তবে সেখানে নারীর জন্য খাতওয়ারী বরাদ্দের কোন হিসাব ছিল না ।[১৯] ২০১২- ১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটিংয়ের অংশ হিসাবে যথাক্রমে ২৫ টি ও ৪০ টি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের হিসাব দিয়ে আলাদা প্রতিবেদন করা হয় ।[২০]

জেন্ডার বাজেটের বাস্তবতায় দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেটে নারীদের অংশ অত্যন্ত কম যার কারণে বাজেটের একটা বড় অংশের প্রায় কোন সুবিধা নারীরা পাচ্ছে না । যেহেত সরকারী কর্মকর্তা- কর্মচারীদের মাত্র ১৫% নারী, সেহেতু

বিভিন্ন ভাতা, সুবিধা, ভর্তুকী ইত্যাদি থেকে নারীরা লাভবান হতে পারছে না। অপরপক্ষে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ খুবই কম (২%)। তাই নারীরা রাজস্ব বাজেট থেকে একরকম বাইরে পড়ে আছে।[২১]

নারীর জন্য উন্নয়ন বাজেটে সরাসরি বরাদ্দের পরিমান বাংলাদেশের নারী- পুরুষের বিদ্যমান অসমতার প্রেক্ষিতে অতি নগণ্য। বিগত ১০ বছরে মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দ মোট প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের

১ থেকে ১.৫ শতাংশ যা কিনা সংশোধিত বাজেটে অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। তাই সরাসরি বরাদ্দের ভিত্তিতে বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল বলা যায় না। পাল মজুমদার বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, শুধু নারীর জন্য গৃহিত প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে কমে যাচ্ছে। যেমন ২০০০-০১ অর্থবছরে ১০ টি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য প্রকল্প বরাদ্দ ছিল, যা ২০১০- ২০১১ অর্থবছরে ৭ টি তে এসে দাড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি খাতে নারীর বরাদ্দ অনেক কমে এসেছে যা একেবারে জেন্ডার সংবেদনশীল নয়।[২২]

সায়মা হক বিদিশা "জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১০-২০১১ তে মোট উন্নয়ন বরদ্দের মধ্যে জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৫৪.৭৬%, জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৪৩.৯৫%, কিন্তু নারী লক্ষ্যভুত উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরদ্দি ছিল মাত্র ১.২৮%। এক্ষেত্রে ৯১৬ টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২৬ টি (২.৮৪%) ছিল নারী লক্ষ্যভুত উন্নয়ন কর্মসূচি।

বিভিন্ন বছরের বাজেট থেকে এটি স্পষ্ট যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রয়েছে, তবে বেশ কিছু মন্ত্রণালয় যেমন গৃহায়ন ও গণপূর্ত, দূর্যোগ ও ত্রাণ, ভুমি, সড়ক ও রেল ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। বাজেটকে নারী বান্ধব ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সকল মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

একটি দেশের বাজেট নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার রক্ষায় কতটুকু ভুমিকা পালন করছে তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা না গেলে জেন্ডার বাজেটিং এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে আমাদের দেশের মতো দেশে যেখানে আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে, সেখানে বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জন করতে কতটা সক্ষম হয়েছে, তা নিরুপন করা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জেন্ডারভিত্তিক উপাত্তের অভাব।

কাগজে- কলমে নীতিমালা ও অর্থবন্টনের ব্যবস্থা থাকলেও তা যদি নারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম না হয়, তবে সেই অর্থবন্টন বা নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। একটি দেশের বাজেট কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল তা বোঝার জন্য দু ধরণের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১. আর্থিক, যা কিনা বাজেটে অর্থবন্টন কতটা নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রনীত তার বিশ্লেষণ এবং ২. ফলাফল নির্ভর, যা বাজেটের বন্টিত অর্থ, করনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থা নারীরি অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নে ও নারী- পুরুষের সমতা আনয়নে কতটা সফলকাম তার বিশ্লেষণ। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে যে কোন প্রকল্প বা নীতিমালার মূলায়ণ হয়ে থাকে "আর্থিক" যা অর্থের বন্টন বা ব্যবহারের সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে অনেক দেশেই "আর্থিক" মূল্যায়নের পরিবর্তে "ফলাফল ভিত্তিক মূল্যায়ন" প্রক্রিয়াকে অধিকতর উপযোগী মনে করছে। কারণ একটি নীতি, দলিল বা প্রকল্পকে তখনই সফল বলা যাবে যখন তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে।

এ আলোচনা থেকে বলা যায়, সারাদেশের সচেতন নারীরা, গবেষকরা যেখানে জেন্ডার বাজেটের বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দিহান, সুফল ভোগ করতে পারছে না সেখানে রংপুর বিভাগের একজন হতদরিদ্র নারী কিভাবে এর সুফল ভোগ করবে।

সুপারিশসমূহ

১. প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরী করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. নারী সাংসদ, স্থানীয় নির্বাচিত নারী সদস্যদের কাজ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৩. উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া রংপুর বিভাগের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিবছর বাজেটে অধিক বরাদ্দ ও বিশেষ বরাদ্দ দেয়া ।

৪. দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগের জন্য প্রতিটি জেলা- উপজেলায় ব্যবস্থা রাখতে হবে । নারীপ্রধান পরিবারের কর্মসংস্থানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ রাখতে হবে ।

৫. শিল্পোদ্যেক্তাদের জন্য বন্ধকী ছাড়া ঋণের সীমা বাড়ানো এবং প্রাথমিক বছরগুলোতে কর ছুটি দেয়া যেতে পারে ।

৬. নারী- পুরুষের মজুরী বৈষম্য দূর করতে হবে ।এজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরী ও মনিটরিং করতে হবে ।

৭. মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কমপক্ষে ১০% করতে হবে ।

৮. নারী উদ্যেক্তাদের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটে এককালীন ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে ।

৯. দরিদ্র বিত্তহীন- প্রান্তস্থ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে ।

১০. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট প্রিন্সিপালস বা ডব্লিউপি- এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিশ্বব্যাপি অর্থনীতির পরিসর বাড়াতে লিঙ্গসমতা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরী । যতবেশী নারী কাজ করবে, অর্থনীতি তত বেশী শক্তিশালী হবে । বিশ্ববাজারে মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ বেসরকারী খাতে, তাই ব্যবসায়িক সম্প্রদায়সহ অন্যসব গোষ্ঠীর উচিত লিঙ্গসমতাকে প্রাধান্য দেয়া । নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে হবে । এজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে ।

১১. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Women's Advancement and Rights এ স্পষ্টতঃ Ensuring gender sensitive growth with regional balance এর কথা বলা হয়েছে । কৌশল (strategy) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ক. উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান খ. নারী স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস গ. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ ঘ. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ইস্যুকে সমন্বিত করা ঙ. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করা । এসকল কৌশল (strategy) বাস্তবায়ন করতে হবে ।

১২. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) কমিটির বাংলদেশের নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অভিমত হলো- জমিতে নারীদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সংকোচনকারী বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করতে এবং নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে দূর করতে হবে । বিভিন্নস্তরের নারীদের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উৎসাহদানকারী উদ্যেগসমূহ জোরদার করতে হবে । সামাজিক ও অর্থনেতিক নীতিমালা নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।[২৩]

১৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১- এ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ক. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা । খ. উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা ।[২৪] এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে ।

১৪. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে পদ্ধতি উদ্ভাবন

ও গঠনমূলক কার্যব্যবস্থা প্রয়োগ করা ।

১৫. নারী পরিচালিত ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটানো ও সহায়তা দান এবং ঋণ ও মূলধন লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা ।

১৬. নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী আইন গ্রহণ ও বলবৎ করা ।

১৭. উন্নয়ন বৈষম্য কমানোর জন্য প্রকৃত অর্থে "জেলা বাজেট" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ।

১৮. স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জোরদার করা ।

১৯. জমিতে নারীদের উত্তরাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিস্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার পূর্ণভোগে বাধাস্বরূপ ক্ষতিকর প্রথা ও চিরাচরিত রীতিসমূহ সংশোধনে বা দূরীকরণে ব্যপক কর্মকৌশল (strategy) প্রতিষ্ঠা করা ।

২০. রংপুর বিভাগের নারী উদ্যোক্তাদের সহজশর্তে ঋণ দেয়া । ঋণের সুদের হার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কম হতে হবে ।

২১. উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণে সরকারী সহযোগিতা করা ।

২২. ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া ।

২৩. রংপুর বিভাগের র নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা ।

২৪. রংপুর বিভাগের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ ।

২৫. রংপুর বিভাগের সংখ্যালঘু নারী, যেমন দলিত সম্প্রদায়ের নারী , অভিবাসী নারী, উদবাস্তু নারী, বয়স্ক নারী ও প্রতিবন্ধি নারীসহ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহায়ন, সহিংসতা থেকে রক্ষা ও ন্যায়বিচার পেতে যে বিভিন্নপ্রকার বৈষম্যের ভোগান্তি পোহাতে হয়, তা থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে হবে ।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন বৈষম্য বিদ্যমান, তা গ্রামীণ, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের নারীদের জীবনকে শিক্ষাহীনতা, অসচেতনতা, দারিদ্র , পশ্চাৎপদতায় আষ্টেপৃষ্টে বাধে রেখেছে। রংপুর বিভাগের নারীরা দারিদ্র, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষের প্রথম শিকার। এ প্রসংগে বার্মা বর্তমান মায়ানমারের একটি গবেষণা ফলাফল উল্লেখ করা যেতে পারে। "পশ্চিমা একজন সমাজ গবেষক গবেষণাকর্মটি করেছিলেন তৎকালীন বার্মায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ গবেষক বার্মায় গিয়ে দেখলেন যে, নারীরা সবসময়ই পুরুষদের পিছনে পিছনে হাটেন। এ থেকে তিনি উপসংহারে উপনীত হলেন যে বার্মার নারীরা পশ্চাদপদ, অক্ষমতায়িত এবং পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার। ঐ একই গবেষক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবারো "নারীর ক্ষমতায়ন" অবস্থা দেখার জন্য বার্মায় গিয়ে দেখলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ আগে নারী চলতো- হাটতো পুরুষের পেছন- পেছন, আর এখন পুরুষরা হাটছে নারীর পেছন- পেছন অর্থাৎ নারী সামনে আর পুরুষ পেছনে। উৎফুল্ল হয়ে গবেষক লিখলেন বার্মায় "নারীর ক্ষমতায়নে" নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে- নারীরা এখন পুরুষের সামনে। আসলে ঘটনা উল্টো। নারীরা যে আগে হাটছেন আর পুরুষরা নারীর পেছনে (বেশ দূরত্বে) তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় প্রচুর ল্যান্ড মাইন পোতা হয়েছিল। অর্থাৎ যে আগে হাটবে আগে মরবে।"[২৫]

রংপুর বিভাগের নারীরা এখনও জেন্ডার বৈষম্য, পারিবারিক বিধিনিষেধ ও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কঠিন বেড়াজাল ভেদ করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের সে প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সরকার, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃবৃন্দ, নারী উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা এবং এ অঞ্চলের নারী সমাজ - সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের নারীদের হাজার বছর ধরে চলে আসা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করে সত্যিকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব।[২৬]

তথ্যসূত্রঃ

১. নাজমা সিদ্দিকী, "ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী- প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ" , বেজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী অগ্রগতির পথরেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

২. ড. আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" Bangladesh Journal of Political Economy, Vol- 27, No, 1 & 2, Bangladesh Economic Association, 2011 ।

৩. The World Bank, "Poverty Assessment for Bangladesh", Bangladesh Development Series, Paper No. 26, 2008.

৪. Planning Commission, GOB, "Accelareting Growth & Reducing Poverty",

6th Five Year Plan, 2011.

৫. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

৬. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

৭. মাহবুব রহমান, মঙ্গার আলেখ্য, অগ্রদূত প্রকাশনী, ২০১১ ।

৮. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Yearbook of Bangladesh- 2011, Ministry of Planning, GOB, 2011

৯. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১০. Ministry of Finance, GOB

১১. Ministry of Finance, GOB

১২. Center for Policy Dialogue, Occasional Paper Series- 71, 2008

১৩. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১৪. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, "বাংলাদেশের নারীর অনুদঘাটিত অবদান অনুসন্ধান: প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা", ২০১৪

১৫. ড. আবুল বারকাত, ২০১১, প্রাগুপ্ত

১৬. মেহেরুন্নেছা, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol- 24, No, 1 & 2, Bangladesh Economic Association, 2008

১৭. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১৮. পাল মজুমদার, প্রতিমা ," জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনে রাজস্বনীতি ও রাজস্ব বাজেটের ভূমিকা", সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১০ ।

১৯. শরমিন্দ নীলোর্মী, "জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ: নারী- পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ", মহিলা পরিষদ জার্নাল, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৩ ।

২০. Ministry of Finance,GOB, Gender Budget Report 2013- 14, 2013

২১. সায়মা হক বিদিশা, "জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন", মহিলা পরিষদ জার্নাল, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১২

২২. সায়মা হক বিদিশা, ২০১২, প্রাগুপ্ত

২৩. হান্নান বেগম, সিডিও ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ২০১২

২৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ।

২৫. ড. আবুল বারকাত, ২০১১, প্রাগুপ্ত ।

২৬. ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন, "উন্নয়ন বৈষম্য ঃ উত্তরবঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন", USAID ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আয়োজিত "নারী ও উন্নয়ন মেলা ২০১৪" সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ২০১৪ ।